দৈনিক সংবাদ

২৮/১০/২০০১

চ.বি ক্যাম্পাস পুরোপুরি জামাত-শিবিরের কবজায় ঃ এখন টার্গেট প্রশাসনিক পদ

সরোয়ার জাহান সুমন, চ.বি থেকে ঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক জামাত-শিবির চক্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পূর্ণ আধিপত্য কায়েম করেছে। এবার তারা নজর দিয়েছে প্রশাসনিক শীর্ষ পদগুলোর বিশেষ করে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে। ক্যাম্পাসে পূর্ণ আধিপত্য কায়েমে বিএনপিপন্থীরা বাধা না দিলেও শীর্ষ পদগুলো নিয়ে তারা কোন ধরনের ছাড় দিতে রাজি নয়। জামাতও এ দুটি শীর্ষ পদের ১টি হলেও পাবার আশায় জোর গ্রুপিং লবিং চালিয়ে যাচ্ছে। সোজা পথে তাদের সফলতা না এলে বাঁকা পথে যাবারও প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। তাদের বিরোধী কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তারা সরাসরি প্রতিরোধ করবে। এদিকে দল বদলের মঞ্চে ছাত্রনেতা নামধারী সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের পাশাপাশি কতিপয় সুবিধাভোগী শিক্ষকদেরও আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

ছাত্রদলের নীরব সমর্থনে চ.বির ৬টি আবাসিক ছাত্র হলে সাড়ে ৩ বছর পর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল শিবিরের নেতা-কর্মীরা। হল দখল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শিবির নজর দিয়েছে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যসহ প্রশাসনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখলের। তবে এক্ষেত্রে জামাত-বিএনপি সমর্থিত প্যানেল (সাদা প্যানেল) এক হলেও পদ দখলে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চলছে শিবির ও বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে। শিবির চাচ্ছে শীর্ষ পদগুলোতে তাদের 'ভাললাগার মানুষ-গুলোকে বসাতে। অপরদিকে বিএনপি ছাত্র সংগঠনের দিকে দুর্বল হলেও প্রশাস-নিকভাবে বেশ শক্ত। তারা চায়, উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যসহ শীর্ষ পদগুলোতে বিএনপির 'খাস লোক' আসীন হোক।

কে হবেন চ.বির পরবর্তী উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য এ নিয়ে চলছে জোর জল্পনা-কল্পনা। শিক্ষক, ছাত্র, চাকসু ক্যাফেটেরিয়া, শাটল ট্রেন ও ঝুপড়িসহ সমগ্র ক্যাম্পাসে এনিয়ে চলছে সরব আলোচনা। এক্ষেত্রে জামাত-বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে উপাচার্য পদে শোনা যাচ্ছে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী শিক্ষকের নাম। তাদের মধ্যে সাবেক উপ-উপাচার্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বদিউল আলম, সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ ও মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক এ জে এম নুরউদ্দিন চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। পদ দখলের এ ইঁদুর দৌড়ে অধ্যাপক বদিউল আলম এখন পর্যন্ত এগিয়ে থাকলেও জামাত ঘেঁসা ড. ইউসুফ শরীফ আহমেদ খানেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, অধ্যাপক বদিউল আলম '৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতা থাকার সময়ে চ.বির উপ-উপাচার্য ছিলেন। এছাড়া উপ-উপাচার্য পদে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সিন্ডিকেট সদস্য ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু নাসের মোহাম্মদ মুনীর আহমেদ, সিনেট সদস্য ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী এবং অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাম[illegible]।